দৈনিক
ইনকিলাব

28 JUN 2008

পাসের হারে রেকর্ড

দেশের ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে। ৭ বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৭০.৮১ শতাংশ, মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার ৮২.০৬ শতাংশ এবং কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় পাসের হার ৬২.৮৮ শতাংশ। ৯ বোর্ডের গড়ে পাসের হার ৭২.১৮ শতাংশ। এটা অত্যন্ত খুশী ও আনন্দের সংবাদ যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের এই পরীক্ষায় পাসের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে পাসের এই হার সর্বোচ্চ। গত কয়েক বছর ধরেই পাসের হারে ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে। এটা খুবই শুভ লক্ষণ। সরকারী তরফে নকলমুক্ত পরীক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়াও বেশ কিছু বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নেয়ার ফলেই পাসের হারে এই ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যে লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী হয়েছে, পাসের হারে ক্রমবৃদ্ধি তারও প্রমাণ বহন করে। নজরদারি ও তত্ত্বাবধান বাড়ানোর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার মান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলাফলে তার সাক্ষ্য বিদ্যমান। আমরা এই অভূতপূর্ব ফলাফল উপহার দেয়ার জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। ফলাফলে দেখা গেছে, এবার বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ ৫ ও জিপিএ ৪.৫ পেয়েছে। এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে তারা তাদের সর্বোচ্চ মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। দেখা গেছে, এবার শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে। এ সংখ্যা ২২৭২টি। এর মধ্যে রয়েছে ৪৮৪টি স্কুল, ১৭৭০টি মাদ্রাসা এবং ১৮টি ভোকেশনাল স্কুল। তুলনামূলকভাবে মাদ্রাসা এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে আছে। মাদ্রাসায় লেখাপড়ার মানে যে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। দুঃখের খবর হলো, পাসের ক্ষেত্রে যখন নয়া রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে, তখন এমন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের পাসের হার শূন্য। অর্থাৎ একজনও পাস করেনি। এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯১টি। এর মধ্যে স্কুল ৩৪টি, মাদ্রাসা ৪০টি এবং ভোকেশনাল স্কুল ১৭টি। গত বছর এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৪৮টি। ২৪৮টি থেকে এবার এ সংখ্যা ৯১-তে নেমে আসার মধ্যে অবশ্য ইতিবাচক একটা লক্ষণও আছে। আমরা আশা করতে চাই, আগামীতে শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন করবে আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এবং 'পাস নাই' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কমতে কমতে এক সময় শূন্যে নেমে আসবে। এবারের ফলাফলেও অতীতের একটি বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছে, এবারও শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে ফলাফলের ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। এর কারণও আছে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সঙ্গতির অভাব ছাড়াও শিক্ষা উপরকণ, বইপত্র, লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরি ইত্যাদি সুবিধাও তারা কম পায়। ফলে গ্রামের শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় শহরের শিক্ষার্থীর সঙ্গে পেরে ওঠে না। এই যে বৈপরিত্য ও বৈষম্য তা দূর করার কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে গ্রামাঞ্চল মেধাবী ও প্রতিভাবান শিক্ষার্থী আমরা অধিক হারে লাভ করতে পারবো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাঙ্ক্ষিত নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিবেশ, উপযুক্ত একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা, পাঠদানে যথাযথ মনোযোগ, শিক্ষক-অভিভাবকদের সর্বোচ্চ তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে অধিক মনোনিবেশই ভালো ফলের নিশ্চয়তা দিতে পারে। আগামীতে এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলে আরও সচেতন, যত্নশীল ও দায়িত্বব্রতী হবে এটাই কাম্য।

ভালো ফলাফলের আনন্দের পাশাপাশি উদ্বেগ-শংকার একটি দিকও বেশ বড় হয়ে উঠেছে– যা নিয়ে সচেতন সকল মহলই কমবেশী ভাবিত ও বিচলিত। ভালো ফল মানেই ভালো কলেজে ভর্তি, কিন্তু দেশে ভালো কলেজের সংখ্যা খুব বেশী নয়। প্রতি বছরই এসব কলেজে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীকে রীতিমতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। কেউ এ যুদ্ধে বিজয়ী হয়, কেউ বা হয় পরাস্ত। এবার জিপিএ ৫ ও জিপিএ ৪-১৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা যা দাঁড়িয়েছে তাতে তাদের সকলে ভালো বলে কথিত কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না। তাদের অনেককেই হয়তো বঞ্চিত থাকতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাদের ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে হতাশা দেখা দিতে পারে। বলা হয়ে থাকে, মেধা ও প্রতিভার উপযুক্ত কদর ও স্থান না দিতে পারলে মেধাবীদের সংখ্যা বাড়ে না। শিক্ষার্থীরা তাদের ফলাফলের মধ্যদিয়ে মেধার পরিচয় দিয়েছে। এখন রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব হলো, তাদের উপযুক্ত স্থানে অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে জাতীয় মেধা-প্রতিভার বিকাশকে ত্বরান্বিত করা। সরকারকে এখনই বিষয়টি ভাবতে হবে। উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না, আমাদের কলেজ পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি ভালো নামাঙ্কিত হতো, তাহলে কোনো সমস্যাই দেখা দিতো না। কিন্তু সব প্রতিষ্ঠান ভালো নয়– স্বল্প সংখ্যক ভালো। এ কারণেই প্রতিযোগিতা এত তীব্র। এবার যে রেকর্ড ফলাফল হয়েছে, আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। অতএব, আগামীতে ভর্তির সংকট ও ভর্তির প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে বলেই ধরে নেয়া যায়। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায়, উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হলে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার মান বাড়াতে হবে, ভালো কলেজের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেবে সঙ্গতকারণেই আমরা তা কামনা করি। পরিশেষে যারা এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে আমরা তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যারা অকৃতকার্য হয়েছে, পরবর্তীতে তারা কৃতকার্য হবে– এই প্রত্যাশা করি।